আজকের কাগজ

তারিখ 26 FEB 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সাহায্য প্রদানে বিশ্বব্যাংক—এর কঠিন শর্ত

কারিগরি শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন অনিশ্চয়তার মুখোমুখি

মেসবাহ আহমেদ : বিশ্বব্যাংকের কঠোর শর্তারোপের ফলে 'কারিগরি শিক্ষা প্রকল্পটি' চালু হওয়ার ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ১৯৯৩ সালের মধ্যে এ প্রকল্পটি চালু হওয়ার কথা রয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের দেয়া শর্তগুলো হচ্ছে- প্রকল্পটি স্বল্পমেয়াদী এবং বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় চাকরির বাস্তব চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রকল্পটি চালু করতে হবে। কিন্তু, বাংলাদেশ সরকার শিল্প-কারখানায় চাকরির বাস্তব চাহিদার সংশ্লিষ্ট বিষয়টি প্রত্যাহার করে প্রকল্পটি দীর্ঘমেয়াদী করার জন্যে বিশ্বব্যাংকে অনুরোধ জানায়। বিশ্বব্যাংক তাদের প্রদত্ত শর্তে অনড় থাকায় বর্তমানে প্রকল্পটি চালু করার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

সরকারের দুই হাজার সালের মধ্যে 'সবার জন্যে শিক্ষা কর্মসূচির' আওতায় এ প্রকল্পটি স্থান পেলেও এ বছরের মধ্যে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে প্রকল্পটির শর্ত নিয়ে সমঝোতা না হলে '৯৩ সালের মধ্যে প্রকল্পটি চালু করা সম্ভব হবে না বলে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান।

চার কোটি মার্কিন ডলারের এ প্রকল্পটি চালু না হলে দেশের বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের আর্থিক অনুদান থেকে বঞ্চিত হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রটি উল্লেখ করে। এ প্রকল্পটিতে নতুন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি ছাড়াও চালু অবস্থায় যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেসব প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ব্যয়ের একটি বড় অংশ এ প্রকল্প থেকে মেটানো হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্পটি চালু করতে না পারলে চালু প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। কারিগরি শিক্ষা প্রকল্পটি সরকারের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা 'সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের' আওতাধীন একটি প্রকল্প বলে সূত্রটি জানান।